"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উপর দয়া করো, বাবা যে শ্রীমত দিচ্ছেন, সেই অনুসারে চলো তো অনেক খুশীতে থাকবে, মায়ার অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবে"

***প্রশ্নঃ -** মায়ার অভিশাপ কেন লাগে ? অভিশপ্ত আত্মার গতি কী হয় ?*

***উত্তরঃ -** ১) বাবা আর পড়াশুনার (জ্ঞান রত্নের) অনাদর করলে, নিজের মনমতে চললে মায়ার অভিশাপ লেগে যায়। ২) আসুরী আচরণ থাকলে, দৈবী গুণ ধারণ না করার কারণে নিজের উপর নির্দয় থাকে। বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়। সে বাবার হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।*

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের এটা তো এখন নিশ্চয় হয়ে গেছে যে, আমাকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়া রূপী রাবণ অভিশপ্ত এবং দুঃখী বানিয়ে দেয়। অভিশাপ শব্দটিই হল দুঃখের, অপর দিকে আশীর্বাদ শব্দটি হল সুখের। যে বাচ্চারা বিশ্বস্ত এবং আজ্ঞাকারী আছে, তারা ভালো ভাবে জানে। যে বাবার শ্রীমত মেনে চলে না, সে বাবার বাচ্চা-ই নয়। যদিও সে নিজেকে বিশাল কিছু মনে করে, কিন্তু বাবার হৃদয়ে স্থান পায় না, আশীর্বাদও পায় না। যে মায়ার কথা মতো চলে আর বাবাকে স্মরণ-ই করে না, সে কাউকে জ্ঞান বোঝাতেও পারবে না। অজান্তে নিজের ভুলের কারণে নিজেই অভিশাপগ্রস্ত হয়। বাচ্চারা জানে যে, মায়াও খুব শক্তিশালী। যদি অসীম জগতের বাবাকে না মেনে চলে, তাহলে তো মায়ার কথামতো চলে। মায়ার বশীভূত হয়ে যায়। কথিত আছে যে, প্রভুর আজ্ঞা সর্বদা মাথার উপর থাকে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করো তো মায়ার কোল থেকে বেরিয়ে প্রভুর কোলে চলে আসবে। বাবা তো হলেন বুদ্ধিবানেদের বুদ্ধিবান। বাবার শ্রীমত না মানলে বুদ্ধিতে তালা লেগে যাবে। তালা খুলতে পারেন এক বাবা-ই। শ্রীমতে না চললে তার কি অবস্থা হবে। মায়ার মতে চললে কোনো পদ-ই পাবেনা। হয়তো জ্ঞান শোনে, কিন্তু ধারণা না কিছু করতে পারে আর না করাতে পারে, তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে! বাবা তো হলেন গরীবের ভগবান। মানুষ গরীবদেরকে দান করে, তো বাবাও এসে কত অসীম সম্পত্তি দান করেন। যদি শ্রীমতে না চলে তো একদম বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়। তখন কী প্রাপ্তি করবে! যারা বাবার শ্রীমত মেনে চলে, তারাই হল বাবার প্রকৃত সন্তান। বাবাতো হলেন দয়ার সাগর। তারা বোঝে যে, বাইরে গেলেই মায়া একদম শেষ করে দেবে। কেউ আত্মহত্যা করলে সে নিজের সর্বনাশ করে। বাবা তো সবসময়েই বোঝাতে থাকেন যে, নিজের উপর দয়া করো, শ্রীমতে চলো, নিজের মতে চলো না। শ্রীমতে চললে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মুখমণ্ডলে সর্বদা হাসিখুশী দেখা যায়। তো পুরুষার্থ করে এইরকম উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হবে, তাই না। বাবা অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দান করেন তো তার অনাদর কেন করো! রত্ন দিয়ে বুদ্ধি রূপী ঝুলি ভরপুর করতে হবে। শোনে তো ঠিকই কিন্তু ঝুলি ভরপুর করতে পারেনা কেননা বাবাকে স্মরণ করে না। আসুরী চলন চলতে থাকে। বাবা বারংবার বোঝান যে - নিজের উপর দয়া করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। তারা হলোই আসুরী সম্প্রদায়ের। বাবা পরিস্তান বানাতে আসেন। পরিস্তান স্বর্গকে বলা হয়। ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক ধাক্কা খায়। সন্ন্যাসীদের কাছে যায়, মনে করে যে, সেখানে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে। বাস্তবে এই কথাটি হল ভুল। এর কোনো অর্থ নেই। আত্মারই তো শান্তি চাই, তাই না। আত্মার স্বরূপই হল শান্ত। তারা এইরকমও বলে না যে,আত্মা কিভাবে শান্ত হবে? বলে যে মন কিভাবে শান্তি পাবে? এখন মন কি আছে, বুদ্ধি কি আছে, আত্মা কি আছে, কিছুই জানে না। যাকিছু বলে বা করে, সে সব হল ভক্তি মার্গ। ভক্তিমার্গে ভক্তরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদম তমোপ্রধান হয়ে যায়। হয়তো কারোর অনেক ধন সম্পত্তি আছে, কিন্তু আছে তো সবই রাবণ রাজ্যে, তাইনা !

বাচ্চারা, তোমাদেরকে চিত্র দেখিয়ে বোঝানোর জন্য অনেক অভ্যাস করতে হবে। বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, নম্বরের ক্রম অনুসারে। যদি কোনো বাচ্চা রাজ্যপদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ না করে, তো প্রজাতে গিয়ে কি পদ পাবে! সেবা করে না, নিজের উপর করুণা আসেনা যে, আমি কি পদ পাবো, পরে বোঝা যায় যে ড্রামাতে এর পার্ট এতটাই ছিলো। নিজের কল্যাণনের জন্য, জ্ঞানের সাথে সাথে যোগও করতে হবে। যোগে না থাকলে তো কিছুই কল্যাণ হবে না। যোগ ছাড়া পবিত্র হতে পারবে না। জ্ঞান তো খুব সহজ কিন্তু নিজের কল্যাণও করতে হবে। যোগে না থাকলে কিছুই কল্যাণ হবে না। যোগ ছাড়া কিভাবে পবিত্র হবে ? জ্ঞান আলাদা বিষয়, যোগ আলাদা বিষয়। যোগে খুব কাঁচা আছো। যোগ করার ইচ্ছাই আসে না। তো স্মরণ ছাড়া বিকর্ম কিভাবে বিনাশ হবে ? তাই অনেক শাস্তি খেতে হয়, অনেক অনুতাপ করতে হয়। তারা কোনো স্থুল উপার্জন করে না তো কোনো শাস্তিও ভোগ করতে হয় না, এতে তো পাপের বোঝা মাথার

উপর চেপে বসে, তাদেরকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি বেয়াদপ হয়ে যায় তো অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবাতো বলেন যে, - নিজের উপর দয়া করো, স্মরণে থাকো। নাহলে তো নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। যেরকম কেউ উপর থেকে পড়ে গেলে, মারা না গেলে, হসপিটালে শুয়ে থাকে, চিৎকার করতে থাকে। বৃথাই নিজেকে ধাক্কা দিলাম, মারাও গেলাম না, তথাপি আর কোনো কাজেও আসবো না। এখানেও সেইরকমই আছে। অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। শ্রীমতে না চললে তো পড়ে যাবেই। আর কিছুদিন পরে প্রত্যেকেরই নিজের পদের সাক্ষাৎকার হবে, তখন দেখে নেবে যে, আমি কি পদ পাবো ? যে সেবাধারী, আজ্ঞাকারী হবে, সে-ই উঁচুপদ প্রাপ্ত করবে। নাহলে তো সেখানে গিয়ে দাস-দাসী হবে। তারপর শাস্তিও অনেক খেতে হবে। সেই সময় বাপদাদা দুজনেই ধর্মরাজের রূপ ধারণ করবে। কিন্তু বাচ্চারা কিছুই বুঝতে চায়না, ভুল করতেই থাকে। শাস্তি তো এখানেই খেতে হবে তাই না। যে যত বেশী সেবা করবে, সে-ই ততবেশী শোভনীয় হবে। না হলে তো কোনো কাজেই আসবে না। বাবা বলেন যে, অপরের কল্যাণ করতে না পারলে নিজের কল্যাণ করো। বন্ধনে থাকা আত্মারাও নিজের কল্যাণ করতে থাকে। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে বলেন যে, সাবধান থাকো। নাম রূপে ফেঁসে গেলে মায়া অনেক ধোঁকা দেয়। বলে যে, বাবা অমুক আত্মাকে দেখলে আমার মধ্যে খারাপ সংকল্প চলে। বাবা বোঝান যে - কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করোনা। কোনোও খারাপ লোক, যার চলন ঠিক নেই, তাকে সেন্টারে আসতে দেওয়া উচিৎ নয়। স্কুলে কেউ খারাপ আচরণ করলে তো অনেক মার খায়। শিক্ষক সবার সামনে বলেন যে, এ এই খারাপ কাজটি করেছে, এইজন্য একে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তোমাদের সেন্টারগুলিতেও এরকম কুদৃষ্টি কারী আত্মারা আসে, তো তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে হবে। বাবা বলেন যে, কখনো কুদৃষ্টি যেন না থাকে। সেবা না করলে, বাবাকে স্মরণ না করলে তো অন্তরে অবশ্যই কিছুনা কিছু নোংরা সংস্কার আছে। যে ভালো সেবা করে,তার অনেক নাম হয়। অল্প একটুও খারাপ সংকল্প এলে, বা খারাপ দৃষ্টি গেলে বুঝবে যে মায়ার আক্রমণ হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান পরিত্যাগ করবে। নাহলে তো যাকিছু বৃদ্ধি হয়েছে, সে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বেঁচে যাবে। বাবা সব বাচ্চাদেরকেই সাবধান করতে থাকেন - সাবধান থাকো, কখনো নিজের বংশের নাম বদনাম ক'রো না। কেউ গন্ধর্ব বিবাহ করে একসাথে থাকে তো তার অনেক নাম হয়, আবার কেউতো নষ্ট হয়ে যায়। এখানে তোমরা এসেছো নিজেদের সদ্গতি করতে, না কি খারাপ গতি করতে। সবথেকে খারাপ হলো কাম, তারপর ক্রোধ। এখানে আসে বাবার থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য কিন্তু মায়া আক্রমণ করে অভিশাপ দিয়ে দেয়, তো একদম নীচে এসে পরে। এরমানে হল নিজেকেই নিজে অভিশাপ দেয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, অনেক সতর্ক থাকতে হবে, এরকম কেউ এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই রওনা করে দিতে হবে। দেখানো হয় যে, - অমৃত পান করতে এসেছিলো, তারপর বাইরে গিয়ে অসুর হয়ে নোংরা কাজ করলো। সে তো এই জ্ঞান কাউকে শোনাতেও পারবে না। তালা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, নিজের সেবার উপর তৎপর থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে থাকতে অন্তিম সময়ে ঘরে চলে যেতে হবে। গান আছে না- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না, ভোর হতে আর দেরী নেই। আত্মাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাই হল পথিক। আত্মাকেই প্রতিদিন বোঝানো হয় যে, এখন তোমরা শান্তিধাম যাওয়ার পথিক আছো। তো এখন বাবাকে, ঘরকে, আর বাবার উত্তরাধিকারকে (স্বর্গকে) স্মরণ করতে থাকো। নিজেকে দেখতে হবে যে, মায়া কোথাও ধোঁকা তো দিচ্ছে না তো ? আমি বাবাকে স্মরণ করছি তো ?

সর্বোচ্চ বাবার দিকেই যেন দৃষ্টি থাকে - এটাই হল অনেক উঁচু পুরুষার্থ। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, কুদৃষ্টি ত্যাগ করো। দেহ- অভিমান মানে কুদৃষ্টি, দেহী-অভিমানী মানে শুদ্ধ দৃষ্টি। তাই বাচ্চাদের দৃষ্টি সর্বদা বাবার দিকে থাকতে হবে। আশীর্বাদও অনেক শ্রেষ্ঠ - বিশ্বের রাজত্ব লাভ, এটা কি কম কথা ! কারোর স্বপ্নেও এমন আসবে না যে, পড়াশোনা করে, স্মরণের যাত্রায় থেকে বিশ্বের মালিক হতে পারবো। পড়াশোনা করে উঁচুপদ পেলে তো বাবাও খুশী হবেন, শিক্ষকও খুশী হবেন, সদ্গুরুও খুশী হবেন। স্মরণ করতে থাকলে তো বাবাও অনেক ভালোবাসা দেবেন। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা এই দুর্বলতা গুলিকে ত্যাগ করো। নাহলে তো বৃথাই নাম বদনাম করবে। বাবাতো বিশ্বের মালিক বানিয়ে সৌভাগ্য খুলে দেন। ভারতবাসীই ১০০% সৌভাগ্যশালী ছিলো, তারাই আবার ১০০% দুর্ভাগ্যশালী হয়ে গেছে, তাদেরকেই আবার সৌভাগ্যশালী বানানোর জন্য পড়ানো হয়।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বড় বড় ধর্মগুরুরাও তোমাদের কাছে আসবে। যোগ শিখে যাবে। মিউজিয়ামে যে টুরিস্টরা আসে, তাদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো- এখন স্বর্গের গেট খোলার সময় হয়ে গেছে। কল্পবৃক্ষের ঝাড়ের উপর বোঝাও, তোমরা এই সময়ে পৃথিবীতে এসেছো। ভারতবাসীদের পার্ট এই সময়ে আছে। তোমরা এই জ্ঞান শুনে তারপর নিজের দেশে গিয়ে বলো যে, বাবাকে স্মরণ করো তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তারা তো যোগ শিখতে চায়। হঠযোগী সন্ন্যাসীরা তো তাদেরকে যোগ শেখাতে পারেনা। তোমাদের প্রচারক সংগঠন (মিশন) বিদেশেও যাবে। বোঝানোর জন্য

অনেক যুক্তি চাই। যারা ধর্মগুরু আছে, তাদের তো এখানে আসতেই হবে। তোমাদের থেকে কেউ একজনও যদি ভালোভাবে ধারণ করে যায় তাহলে একজনের থেকে বহুজন জানতে পারে। একজনেরও বুদ্ধিতে ধারণা হয়ে গেলে তো সে সংবাদপত্রেও ছাপিয়ে দেবে। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নাহলে তো বাবাকে স্মরণ করা কিভাবে শিখবে। বাবার পরিচয় তো সবাইকেই দিতে হবে। কেউ না কেউ তো বাবার সন্তান হবেই। মিউজিয়ামে অনেক পুরানো জিনিস দেখতে যায়। আর এখানে তো তোমাদের পুরানো জ্ঞান শুনবে। অনেকে আসবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভালো ভাবে বুঝবে। এখান থেকেই দৃষ্টি নেবে কিংবা তোমাদের প্রচারক সংগঠন (মিশন) বিদেশে যাবে। তোমরা বলবে যে, বাবাকে স্মরণ করো তো নিজের ধর্মে শ্রেষ্ঠ পদ পাবে। পুনঃ জন্ম নিতে নিতে সবাই নীচে এসে গেছে। নীচে নামা অর্থাৎ তমোপ্রধান হওয়া। পোপ আদি এইভাবে বলতে পারবে না যে, বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে জানেই না। তোমাদের কাছে খুব ভালো জ্ঞান আছে। চিত্রও অনেক সুন্দর তৈরী হচ্ছে। সুন্দর জিনিস থাকলে মিউজিয়ামও আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। দেখার জন্য অনেকে আসবে। যত বড় চিত্র হবে তত সুন্দর করে বোঝাতে পারবে। শখ থাকতে হবে যে আমি এইভাবে বোঝাবো। সর্বদা তোমাদের বুদ্ধিতে এটাই যেন থাকে যে, আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি, তাই যত বেশী সেবা করবো, তত বেশী সম্মান হবে। এখানে সম্মান পেলে ওখানেও সম্মান পাবে। তোমরা পূজ্য হবে। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান ধারণ করতে হবে। বাবা তো বলেন যে, সেবা করার জন্য দৌড়াতে থাকো। বাবা যেখানে খুশী সেবার জন্য পাঠাবেন, তাতেই তোমাদের কল্যাণ আছে। সারাদিন বুদ্ধিতে সেবার চিন্তা যেন চলতে থাকে। বিদেশিদেরও বাবার পরিচয় দিতে হবে। অতি মিঠা বাবাকে স্মরণ করো, কোনো দেহধারীকে গুরু বানিয়ো না। সকলের সদগতি তো এক বাবা-ই আছেন। এখন হোলসেল মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হোলসেল আর রিটেল ব্যবসা হয় তাই না। বাবা হলেন হোলসেল, আশীর্বাদও হোলসেল দেন। ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের রাজত্ব পদ প্রাপ্ত করো। মুখ্য চিত্র হলোই ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিচক্রের গোলা, কল্পবৃক্ষের ঝাড়, বিরাট রূপের চিত্র আর গীতার ভগবান কে?.... এইসব চিত্রগুলো তো ফার্স্টক্লাস আছে, এতে বাবার মহিমাই পুরো আছে। বাবা-ই কৃষ্ণকে এইরকম বানিয়েছেন, এই আশীর্বাদ গড় ফাদার দিয়েছেন। কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অনেক, সত্যযুগে খুব কম সংখ্যক হবে। এইসব পরিবর্তন কে করেছেন ? কেউ কিছুই জানেনা। তো অনেক অনেক টুরিস্ট বড় বড় শহড়ে যায়। তারাও এসে বাবার পরিচয় পাবে। সেবার জন্য তো অনেক পয়েন্ট আছে। বিদেশেও যেতে হবে। একদিকে তোমরা বাবার পরিচয় দিতে থাকো, অন্যদিকে মারামারি চলতে থাকবে। সত্যযুগে খুব কম সংখ্যক মানুষ হবে তো অবশ্যই বাকিদের বিনাশ হয়ে যাবে তাই না। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যা হয়ে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু কাউকে বোঝানোর জন্য জ্ঞান চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা এক বাবার প্রতিই দৃষ্টি রাখতে হবে।দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করে মায়ার ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কখনো কুদৃষ্টিকারী হয়ে বংশের নাম বদনাম করবে না।

২) সেবার জন্য দৌঁড়ঝাপ করতে হবে। সেবাধারী আর আজ্ঞাকারী হতে হবে। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। নিজের মধ্যে কোনোও খারাপ চালচলন যেন না থাকে।

বরদানঃ- একতা আর সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট দ্বারা সেবাতে সর্বদা সফলতার প্রতিমূর্তি ভব*

ব্যাখ্যা :- সেবাতে সফলতামূর্তি হওয়ার জন্য দুটি কথা মনে রাখতে হবে, এক - সংস্কার মেলানোর একতা আর দ্বিতীয় হল নিজেও সদা সন্তুষ্ট থাকো তথা অন্যদেরকেও সন্তুষ্ট করো। সর্বদা এক-পরস্পরের মধ্যে স্নেহের ভাবনা রেখে, শ্রেষ্ঠতার ভাবনা দিয়ে সম্পর্কে আসো তো এই দুই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের ব্যবহারিক জীবন, বাবার চেহাড়ার দর্পণ হয়ে যাবে আর সেই দর্পণে বাবা যা আছেন, যেমন আছেন, তেমনই দেখা যাবে।

স্লোগানঃ- আত্ম স্থিতিতে স্থিত হয়ে অনেক আত্মাদের জীবনদান করো, তো আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।*